মনের ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময়

মনের ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময়

নিরঞ্জন ভৌমিক

মনের ছোঁয়ায় জ্যোতির্ময়
নিরঞ্জন ভৌমিক
প্রকাশকাল : বইমেলা-২০২৩
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
বর্ণ বিন্যাস : ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য : ৩০০/- (তিনশত) টাকা
আইএসবিএন:
ISBN:

Moner Choyay Jotirmoy By Nranjan Voumik. Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Boimela-2023, Copy Right: Writer Cover design: Tarunnya Tauhid & Book Setup: Chayyanir Computer, Price: TK. 300/- (Three Hundred Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : ০১৬১১৯১৩২১৪

উ ৎ স র্গ

“আমার পরম শ্রদ্ধেয়
পিতা-মাতা যাঁরা আমাকে
সুন্দর ধরণীতে বেঁচে থাকার,
ভালো মানুষ হতে অনুপ্রাণিত করেছেন নিরন্তর।”

সূচী

বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনে ❐ ০৯
জন্মভূমি ❐ ১০
বঙ্গবন্ধু আয় ফিরে আয় ❐ ১১
আবার যদি পেতাম তোমায় ❐ ১২
ছেলে হারা মা ❐ ১৩
৭মার্চ ❐ ১৪
মুজিব আর্দশ ❐ ১৫
ভাসানীর শ্লোগান ❐ ১৫
বিজয় ❐ ১৮
বিদ্রোহী কবি ❐ ১৯
কবিগুরুর স্মরণে ❐ ২০
স্বাধীন বাংলা ❐ ২২
টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু ❐ ২৩
পদ্মা সেতু ❐ ২৪
শোকের মাসে ❐ ২৫
২৬ ❐ স্বাধীনতা তুমি
২৭ ❐ মৃত্যুঞ্জয়
২৮ ❐ মৃত্যুঞ্জয়
২৯ ❐ একুশে ফেব্রুয়ারি
৩০ ❐ কান্না
৩১ ❐ রক্ত ঝরা ৫২ সাল
৩২ ❐ ৭১ তুমি
৩৩ ❐ আদর্শ
৩৪ ❐ পতাকা
৩৫ ❐ লাল সূর্য
৩৬ ❐ স্বাধীনতার ডাক
৩৭ ❐ শহিদের রক্ত
৩৮ ❐ বিজয়
৩৯ ❐ বাঘা সিদ্দিকী
৪০ ❐ ২১ শে ফেব্রুয়ারি
পাখি ❐ ৪১
পল্লী মা ❐ ৪২
বাবা-মা ❐ ৪৩
সম্মান ❐ ৪৪
সৃষ্টি ❐ ৪৫
আকাঙ্ক্ষা ❐ ৪৬
গ্রামবাংলা ❐ ৪৭
স্মৃতির পাতায় ❐ ৪৯
টুনাটুনির গল্প ❐ ৫০
ছেলেহারা মা ❐ ৫১
জওয়ান ❐ ৫২
বিজয়কেতন ❐ ৫৩
শোরগোল ❐ ৫৪
সত্তার অর্জন ❐ ৫৫
বীর সৈনিক ❐ ৫৬
জয় বাংলা শ্লোগান ❐ ৫৭
৫৯ ❐ জননেতা ফজলুর রহমান খান ফারুকের একুশে পদক প্রাপ্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য
৬০ ❐ সহযোদ্ধা
৬১ ❐ জাহাজমারা দূরন্ত বিজয়
৬৪ ❐ কারাগার
৬৫ ❐ বীরত্ব
৬৬ ❐ কমান্ডার হাকিমের বীরত্ব
৬৯ ❐ কৃতিত্ব
৭১ ❐ ২৭নং হিরো কোম্পানির অবদান
৭৩ ❐ কৃতিত্ব
৭৫ ❐ টুকুর কৃতিত্ব
৭৭ ❐ সাইফুল ইসলাম তোতার কৃতিত্ব
৭৯ ❐ আশরাফ উজ জামান এর বীরত্ব

বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনে

টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নিলো
পূর্বাকাশে লাল রঙের বৃত্ত
বৃত্তখানি তেজি ছিলো
বাংলার মাটি করবে মুক্ত।
জন্ম নিয়েই তাকিয়ে ছিলো
বাংলার আকাশ বাতাস মাটি
শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ছিলো
বাংলার বুকে ছিল ঘাটি।
ব্রিটিশ গেলো বহু কষ্টে
আন্দোলন করে হস্টে পৃষ্ঠে
আন্দোলনে নামে বাঙালি
দাবি রাখে বাংলায় কথা বলি।
আসলো পাকিস্তানিদের শাসন
বড়ই কঠিন ধারণ
শুরু হলো শোষণ
বাঙালির উপর চালায় নির্যাতন।
ভাষা তাদের উর্দু
কথা বুঝে না বাঙালি কিছু
বাঙালির সাথে করে ছলনা
বাঙালিও ঘরে বসে ছিলো না।
আন্দোলন গড়ে তুলে বাঙালি
রাস্তায় নেমে শ্লোগান তুলি
শ্লোগান দেয় শেখ মুজিব
উর্দু ভাষার হবে ক্ষয়
বাংলা ভাষার হবে জয়।
শেখ মুজিবকে ধরে নিয়ে যায়
রাখে কারাগারের কোনায়
আন্দোলন গড়ে উঠে তুঙ্গে
কারাগারের তালা ভাঙে।
শেখ মুজিবকে আনে ছিনিয়ে

কারাগার থেকে ছিনিয়ে এনে
আন্দোলন জোরদার করে
৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে।
শেখ মুজিব বক্তব্য রাখে
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
তাই আমি আজ শুভ জন্ম দিনে
ফুলের তোরা অর্ঘ্যনিয়ে একান্ত পানে
শেখ মুজিবকে স্মরণ করছি
আমরা একান্ত মনে।

জন্মভূমি

আমার দেশটা রক্তে ভরা
সবুজ ঘাসের মান
সবুজ মাঠে ফসলে ভরা
বাংলা মায়ের প্রাণ।
বাংলার কত দামাল ছেলে
প্রাণ দিয়েছে দেশে
কত মায়ের বুকের রক্ত
ঝরেছে অবশেষে।
আমার জন্ম বাংলার বুকে
ধন্য আমি হই
মায়ের ভাষায় কথা বলতে
আজও বেঁচে রই।
বাংলার জন্ম যেদিন হয়েছে
সেদিন পেয়েছি প্রাণ
নীল আকাশে রক্তে লেখা
রাখবো দেশের মান।
রচনাকাল: ১৮.২.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গবন্ধু আয় ফিরে আয়

বঙ্গবন্ধু আয় ফিরে আয়
আকাশেতে উড়ে পাখি
পাখির পানে চাইয়া থাকি
সন্ধ্যা হলে গৃহে কান্দি
আমার বঙ্গবন্ধু রয় কোথায়
প্রাণের বন্ধু আয় ফিরে আয়।
কোথায় যাইয়া ভুলে রইলি
দেশ বিদেশে আমি ঘুড়ি
তোর মত আর কাউরে না দেখি
বুঝে-না আমার পুরা আঁখি
তোমায় শুধু দেখতে চায়
প্রাণের বান্ধব আয় ফিরে আয়।
রাস্তার দিকে চাইয়া থাকি
কত নেতা দিল ফাঁকি
তোমার নেতৃত্বের তুলনা করি
জনগণকে সঙ্গে রাখি
জনগণ নিয়ে মিটিং করি
তবু তোমার মত আর কাউরে না দেখি
বঙ্গবন্ধু আয় ফিরে আয়।
যমুনা নদীর সেতু বন্ধন
কত মায়ের বুকের রক্ত ঝরণ
যমুনার বুকে কাশ ফুলের বন
সাদা মেঘে ভরছে বদন
আমার বুকের ধনের হইছে মরণ
বঙ্গবন্ধু আয় ফিরে আয়।

আবার যদি পেতাম তোমায়

পৃথিবীর মহানায়ক তুমি
বাংলার আকাশে লক্ষ তারা তুমি
নাম তোমার বঙ্গবন্ধু
পেতাম যদি ফিরে তোমায়
ডাকতাম তোমায় বাংলার বন্ধু।
আসতে যদি বাংলার বুকে
দেখতে তুমি বাঙালির দুঃখে
দিন কাটাচ্ছে ধুঁকে ধুঁকে।
হে মহানায়ক
আবার যদি পেতাম তোমায়
শুনাতাম বাঙালির রূপকথা
শুনতে পেতে তোমার জয়ের বার্তা।
হে মহাবীর,
আবার যদি পেতাম তোমায়
বাংলার বুকে জেগে উঠতো
লক্ষ সৈনিক আকাশে তারা হয়ে
তোমার জয় গান করতো।
হে বিশ্বনন্দিত নেতা,
আবার যদি পেতাম তোমায়
দেখাতাম তোমার কীর্তির
পাতায় পাতায় তোমার নাম লেখা।
বিশ্বের মাঝে আজও তোমার
নেতৃত্বের সাংগঠনিক ইতিকথা।
আকাশে আজও পতপত করে
উড়ছে তোমার লাল সবুজের পতাকা।
হে দুঃখী মানুষের নেতা।
আবার যদি পেতাম তোমায়
বাংলার বুকে শুনতে পেতে
তোমার অভাবে কোটি জনতার
দুঃখের রূপরেখা কিভাবে কাঁদায়।

হে বাংলার নয়নের মণি
আবার যদি পেতাম তোমায়
শুনাতাম বাংলার বুকে লক্ষ কোটি
শহিদের রক্তে রঞ্জিত করা
বাংলার আকাশে বাতাসে কথা কয়
শুধু তোমারি জয় ধ্বনি।
হে বাংলার বন্ধু,
আবার যদি পেতাম তোমায়।

ছেলে হারা মা

তোমার ছেলে হারিয়েছে মাগো
২৫ শে মার্চের কাল রাতে
ফিরে আসবে না আর কোনোদিন
চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে আছে বাংলার মাটিতে।
একটি ছেলের জন্য তুমি দুঃখ নিও না
লক্ষ লক্ষ ছেলে আছে তোমার সাথে
বাংলার আকাশ বাতাস চন্দ্র তারা
সূর্যের কিরণ আছে তোমার কাছে।
বাংলার শতশত ছেলে নিখোঁজ প্রাকিরা ধরে নেয় রোজ রোজ
তুমি তো ছেলে হারা যন্ত্রণাকে
ভুলতে পারোনি আজও
এখনো পথ চেয়ে আছো
আসবে বলে বেঁচে আছো তুমি আজও।

৭মার্চ

৭মার্চের ভাষণ
বড়ই কঠিন ধারণ
ভাষণে বলেন শেখ মজিব
বাঙালির অন্তত করে উজ্জীব।
বাংলার প্রতিটি ঘরে
তুলবে দুর্গ গড়ে
অস্ত্র ছাড়া হবে যুদ্ধ
শুধু বাঁশের লাঠি হবে ক্রুদ্ধ।
বাংলার আকাশ বাতাস মাটি
হাতিয়ার ছিল বাঁশের লাঠি
তাই নিয়ে করবে আক্রমণ
শত্রুকে করবে দমন।
আমি যদি নাও থাকি
সোনার বাংলায় হবে
শত্রু দমনের ঘাঁটি
বাংলার মাটি হবে মুক্ত
সবাই হবে মিত্র
৭মার্চে বলেছিলেন
স্বাধীনতার সূত্র
আমরা হলাম জয় যুক্ত।

মুজিব আর্দশ

মুজিব তোমার নৌকায় আমি
দ্বার বেয়ে বৈঠা টানি
নদীর ঢেউয়ের তালে তালে
পারি দিতে বৈঠা টানি।
আকাশে কালো মেঘের গর্জে
বুকটা আমার উঠছে কেঁপে
তবু তোমার আদেশ খানি
চলছি আমি মেপে মেপে।
অনেকটা পথ যাইতে হবে
ঝড় বৃষ্টি যতই আসুক
কোনো বাঁধাই মানবোনা আজ
ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন যতই আসুক
তোমার নৌকায় আমরা সবাই
বাংলার মানুষ যত আছে
দ্বার বাইবো এক সাথে
তুমি আছো আমাদের কাছে।
ভয় নেই আমাদের তাই
দ্বার বেয়ে জয় বাংলার গান গাই
জয় বাংলা বাংলার জয়
আমরা সবাই এসো গান গাই।
দ্বার বাইবো গান গাইবো
পদ্মা নদী পাড়ি দিবো
নদীতে উথাল পাথাল ঢেউ
পাড়ি দিয়ে যাবো আমরা
ঝড় তুফান মানবো না তো কেউ।

ভাসানীর শ্লোগান

সিরাজগঞ্জে জন্ম নিলো
পাশেই নদী যমুনার কলতান
ছোট্ট শিশুর মুখটা দেখে
জেঁগে উঠে দাদার প্রাণ।
চিন্তা করে দেখেন তিনি
দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের চিত্র
ভেবে দেখেন নাতি হবেন
দারিদ্র্য বিমোচন মিত্র।
তাই তো দাদায় নাম রাখে
আব্দুল হামিদ খান
বড় হয়ে হবে নাতি
বিশ্বে রাখবে সন্মান।
জন্ম নিয়েই তাকিয়ে দেখে
দারিদ্র্য কৃষকের দৃশ্য
বর্গীরা সব লুটে খাচ্ছে
দারিদ্র্য কৃষকের শষ্য।
লেখাপড়া শিক্ষা দীক্ষা
গড়ে তুলেন আন্দোলন
আসাম রাজ্যে করেন তিনি
দারিদ্র্য কৃষকের সম্মেলন।
ভাসানচরের আন্দোলনে
নাম হলো তার ভাসানী
আমরা সবাই মানি
বৃটিশ গেলো বহু কষ্টে
এলো পাকিস্তানের শোষণ ছিল
আসামের আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
এলেন বাংলার বুকে
গড়লেন বিরোধী দল
পাকিস্তানের শাসন শোষণ
মুক্তির আন্দোলন

বাংলায় করলেন বেগবান
অত্যিষ্ঠ বাংঙ্গালীর প্রাণ
মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রাম করেন
আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
বীর বাংঙ্গালী অস্ত্র ধরো
বাংলাদেশ স্বাধীন করো
হুংকার ছাড়ে ভাসানী
সিংহের মত বাঙালী সব
দূর করে পাকিবাহিনী রব।
মওলানা ভাসানী হুজুরের সমর্থন
বাংলার স্বাধীনতা দ্রুত হলো অর্জন
আমরা পেলাম স্বাধীনতা সম্মান।

বিজয়

বিজয় ছিল বাঙালি জাতির
বিজয় তোমার রক্তে
বিজয় তোমার বাংলার আকাশে
বিজয় ছিল তোমার ভক্তে
বিজয় ছিল সাগরের বুকে
উত্তাল ঢেউয়ের কলতান
বিজয় ছিল বাঙালি জাতির মান
বাংলা ভাষার গান।
বিজয় ছিল সবুজে ভরা
বাংলার বুকে ফসলের মাঠ
বিজয় ছিল খাল বিলতট
পুকুরে গোসল করার ঘাট।
বিজয় ছিল শিশু কিশোরের
ছেলেবেলার খেলার সাথী
বিজয় ছিল আষাঢ়ের স্রোতের
অর্জিত বাঙালি জাতি।
বিজয় ছিল কৃষ্ণচূড়ায়
ফাগুনের হাওয়া লাগিয়ে বয়
বিজয় ছিল যুবক যুবতীর
বাংলা ভাষায় গান করার সুর।
বিজয় ছিল ১৬ই ডিসেম্বর
বাংলার আকাশে লক্ষ স্বপ্নের শ্লোগান
বিজয় ছিল বাঙালি জাতির
চিরকাল হয়ে থাকবে অম্লান।

বিদ্রোহী কবি

ভুল ত্রুটি মার্জনীয়
বহুকাল আগেই বলেছিলে আসবে
চিন্তা মনির শুরুতে
গ্রাম বাংলা হাসবে।
তোমার সেই উক্তিগুলো
বাংলার যত দামাল ছেলে
পালন করেছে তারা
এক সাথে খেলে
তুমি ছিলে বিদ্রোহী
তুমি মানবতাবাদী
তুমি গেয়েছিলে বিদ্রোহের কবিতা গান
তোমার গানের সুরে জেগে উঠল
মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ।
তুমি ছিলে বাংলার বুকে
কালবৈশাখীর ঝড়
তুমি ছিলে বাংলার আকাশে
উজ্জ্বল নক্ষত্রের ঘর
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে
ছিনিয়ে আনলে বাংলার ঘর।
এই বাংলার বুকে
কালো মেঘের আড়াল থেকে
সৃষ্টি করেছিলে তুমি বাংলার জয়গান
তার জয়বাংলার শ্লোগান
উত্তাল সাগরের কলতানে
স্মরণ করবো আমি তোমাকে
দিয়ে দেব মোর প্রাণ
এই হোক মোর পণ।

কবিগুরুর স্মরণে

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
তোমার প্রয়াত দিনে
তোমাকে স্মরণ করছি
আমার মনের আঙ্গনে।
তুমি যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে
যত দিন এই পৃথিবীর বুকে
শিক্ষার আলো জ্বলবে ঘরে ঘরে
তত দিন মনে হলে ঝরবে অশ্রু বুকে।
২২ শে শ্রাবণ ১৪২৯ বাংলা
শোকাভিভূত শ্রাবণ
শ্রাবণের হাওয়া বইছে প্রাণে
আকাশে কালো মেঘের গর্জে
বিজলী বাতির কম্পনে বুকের
তাজা রক্ত ঝরঝর করে ঝরছে টাই
শ্রাবণের হাওয়ায় কেন জানি আজ
আমার বুকের জ্বালা শুধুই বারে
কখনো আবার রোদ্দুরে পুড়ে ছাই
কখনো আবার ঝড়ো হাওয়ায়
ঝিরঝির করে ঝরছে অশ্রু।
ঝিরঝির করে ঝরে যখন
তোমারি কায়া স্মৃতিতে ভাসে তখন
শুধু মনে হয় যদি আসতে
এই বাংলাকে ভালোবাসতে।
তোমার স্বপ্নগুলো যত ছিল
আবার গর্জে উঠে করতে পূরণ
এই বাংলার আকাশে বাতাসে
জেগে উঠতো তোমারই ইন্দ্রিয়ের ধারণ।
তোমাকে নিয়েই স্বপ্ন আমার
সত্যি করেই দেখবো আবার
যদি কোনো দিন থামে ঝড় বৃষ্টি

পূরণ হবে তোমার সৃষ্টি।
বাংলার বুকে জেগে উঠবে শ্লোগান
সোনার বাংলা গড়তে হবে
মুখরিত হয়ে উঠতো সবার প্রাণ
শোকাভিভূত আগস্ট নয়
এই বাংলার বুকে বাংলাই হবে।
উনত্রিশে শ্রাবণ স্মরণ করবে
আকাশে লক্ষ তারায় জিয়ে
জ্বলজ্বল করে জ্বলবে অনুসৃত হয়ে
শ্রাবণে শোকের পতাকা নিয়ে
আর বিশ্ব মানবতার বাণী রয়ে
২৯ শে শ্রাবণ, বাংলা ৩১শে শ্রাবণ

স্বাধীন বাংলা

স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা
আপন হাতে নিবো!
সেই সাহসে আমরা সবাই
বুকটা পেতে দিবো!
তখন ছিলাম স্কুল ছাত্র
ষোল সতরতে পা!
অস্ত্র হাতে নিলাম মোরা
শত শত যোদ্ধা!
যুদ্ধ শুধু আমাদের নয়
মা-বোনরাও ছিলো সাথে!
বাপ-বেটা মিলে যুদ্ধ করতাম
মেয়েদেরও বন্দুক হাতে!
সবাই আমরা যোদ্ধা হলাম
ছেলে মেয়ে নেই-কো ভেদ!
আমাদের রক্তে স্বাধীন হয়েছে
এনেছি স্বাধীন বাংলাদেশ!

রচনাকাল: ১৭.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু

১৯৬৯ সালে
বঙ্গবন্ধু আসবেন টাঙ্গাইলে
স্থান স্টেডিয়াম ময়দান
লোকে লোকারণ্য হয়ে যান।
মঞ্চ করলেন উঁচু
দেখতে ভারি সুচারু
অধীর আগ্রহে আমি
চেয়ে দেখি মঞ্চখানি।
নেতা আসবে আগ্রহে
শ্লোগানে মুখরিত ময়দানে
বঙ্গবন্ধুর আগমন
শুভেচ্ছা স্বাগতম।
বঙ্গবন্ধু এলেন মঞ্চে
দুহাত নেড়ে অভিবাদন
জানালেন জনতার সামনে।
মাইকে শুধু বাজে গান
বঙ্গবন্ধুর শ্লোগান
টাঙ্গাইলবাসী আজ ধন্য
বঙ্গবন্ধু দেশ বরেণ্য
ডাক দিয়ে যান
জনতার সাড়ায় অনন্য
রচনাকাল: ০২.১০.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পদ্মা সেতু

ছড়া লিখার ইচ্ছে আমার
মোটেই ছিল না
বাংলাদেশের চিত্র দেখে
থাকতে পারলাম না।
বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছে ছিল
সোনার বাংলা গড়তে
চোরেরা সব মিলিত হয়ে
করতে দিল না গড়তে।
কম্বল থেকে শুরু হলো
চোরের দল ভারি
সব কিছু লুটে নিল
বেহেস্তে দিল পারি।
দুঃখ লাগে মনে আমার
বঙ্গবন্ধুকে ভেবে
মনের ব্যথা মনে রইল
আর কি ফিরে আসবে।
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে
কন্যায় ধরছে হাল
সোনার বাংলা গড়তে হবে
নদীতে উঠছে পাল।
পদ্মা নদী পাড়ি দিতে
ভয়ে কাঁপছে প্রাণ
বাস চলবে ট্রাক চলবে
নিয়ে যাবে ত্রাণ।
পালতোলা সেই নৌকাগুলো
আর থাকবে না দেশে
পদ্মা নদীর উপর দিয়ে
চলবে হেসে হেসে।
শেখ হাসিনার স্বপ্ন ছিল
করলো সে পূরণ
কালকে হবে পদ্মা সেতুর
শুভ উদ্বোধন।
রচনাকাল: ২৪.০৬.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

শোকের মাসে

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
মনতো মানেনা ঘরে
মন ছুটে যায় তোমারি কায়া
দেখতে ছুটোছুটি করে।
বাহিরে শ্রাবণের ধারা
চোখ দুটো মিলিয়ে যায়
ঝিরঝির করে ঝরছে
অবারিত সবুজের গাঁয়।
সবুজ শ্যামল গাঁয়ে
শুধু তোমারি স্মরণে আমি
নদীর স্রোতে ভেসে গেছ তুমি
তবুও আমার প্রাণের চেয়েও দামী।
কেন জানি আজও স্মৃতি
বুকের কম্পনে শ্রাবণে বারি ধারা
দুচোখে পর্বতের ঝর্না ধারা
রক্তাক্ত করেছে দস্যু তারা
এখনো আমার অন্তরে গাঁথা
সবুজ শ্যামলে মাখা সম্প্রীতি
তোমার শ্লোগানের সুর কত যে সুমধুর
আজও মনে পড়ে সেই স্মৃতি।
যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে
বাংলার প্রতিটি ঘরে
সারা বিশ্বের মহান নেতা তুমি
উনত্রিশে শ্রাবণকে স্মরণ করবে
তোমার স্মৃতি মনে করে।

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি লক্ষ শহিদের রক্তের বন্ধন।
স্বাধীনতা তুমি মায়ের বুকের রক্ত ঝরা ক্রন্দন।
স্বাধীনতা তুমি বীরাঙ্গনা নারীর আর্তনাদ।
স্বাধীনতা তুমি বীরাঙ্গনা নারীর জীবন বিষাদ।
স্বাধীনতা তুমি ছেলে হারা মায়ের আঁচল।
স্বাধীনতা তুমি লক্ষ বোনের চোখের কাজল।
স্বাধীনতা তুমি বাংলার আকাশের নীল রঙ।
স্বাধীনতা তুমি নীল আকাশে সাদা মেঘের ঢং।
স্বাধীনতা তুমি হেমন্তের শিশির ভেজা সবুজ পাতায়।
স্বাধীনতা তুমি সবুজ ঘাসে রক্তিম সূর্য পতাকা আঁকায়।
স্বাধীনতা তুমি বাংলার বুকে ফসলের মাঠ।
স্বাধীনত তুমি পুকুরে গোসল করার ঘাট।
স্বাধীনতা তুমি নব বধুর অশ্রু নিংড়ানো জল।
স্বাধীনতা তুমি প্রদীপ জ্বালিয়ে পাতানো কাজল।
স্বাধীনতা তুমি কবি গুরুর দেশাত্মবোধক গান।
স্বাধীনতা তুমি কাজী নজরুলের সংগ্রামী উদীয়মান বিপ্লবী শ্লোগান।
স্বাধীনত তুমি শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের আভা।
স্বাধীনতা তুমি বর্ষায় নদীর স্রোতে ভাসা।
স্বাধীনতা তুমি বাঙালি জাতির আশা।
স্বাধীনতা তুমি বাঙালি জাতির ভালবাসা।
স্বাধীনতা তুমি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা।
স্বাধীনতা তুমি জাতির পিতার স্বপ্নে আঁকা।
স্বাধীনতা তুমি নদী মাতৃক দেশে বাঁকা।
স্বাধীনতা তুমি যমুনার ধারে সাদা কাঁশফুল।
স্বাধীনতা তুমি পদ্মার উপরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পুল।
স্বাধীনতা তুমি কাননে ফুটছে গোলাপ বকুল।
স্বাধীনতা তুমি বাঙালি জাতীর গর্বের ধন।
স্বাধীনতা তুমি ছিলে বঙ্গবন্ধুর প্রাণ।

মৃত্যুঞ্জয়
(বাবু সুকুমার চক্রবর্তীর সৌজন্যে)

মৃত্যুর প্রহর গুনে
ভয় নেই তো আর
মৃত্যুকে জয় করেছি
আমি বার বার।
একাত্তরে পাকি সেনারা
মারতে চেয়েছে কত বার
তবুও আমি মরিনি
বেঁচে গেছি বার বার।
কত রাস্তায় আটকে
বসে আছি অপেক্ষায়
প্রহর গুনেছি ঘড়ির কাঁটার
এই বুঝি বুক ফেটে যায়।
ডলের বাসায় উঠে
বসে আছি অপেক্ষায়
প্রহর গুনেছি মৃত্যুর
এই বুঝি দরজায় এসে যায়।
রমিজা আমাকে সাহস দিয়েছে
মৃত্যুকে জয় করতে
মারতে দেব না আমি তোমাকে
হানাদার বাহিনী রুখতে।
গাড়িতে চড়েছি যখন
চেকপোস্ট এলে
বন্দুক হাতে পুলিশ তখন
বেয়নেট বুকে ঠেলে।
তবুও আমি ভয় পাইনি
মৃত্যুকে করেছি জয়
সেই থেকে আমার সংগ্রামী
নাম লেখা হলো মৃত্যুঞ্জয়।
রচনাকাল: ০৪.০৫.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যুঞ্জয়

আকাশ জুড়ে কালো মেঘের গর্জে
শ্লোগানে মুখরিত হয় বাংলার গর্ভে
জয় বাংলার শ্লোগান
এনেছে শেখ মুজিবুর রহমান।
সেই থেকে শুরু হলো বাংলার জয় গান
জয় বাংলা, জয় বাংলা বাংলার শ্লোগান
বাংলার যত দামাল ছেলে
রেখেছিলো তার সম্মান।
বুকে তার ভয় ছিল না চলতো ঝরের বেগে
পাকিস্তানিদের বুঝিয়ে দিত দুহাত নেড়ে নেড়ে।
এতদিন বুঝিনি আমরা শোষণ করছ তোমরা
এখন আমরা বুঝতে পেরেছি দেশটি ছার তোমরা।
সত্তরের নির্বাচনে বসতে দিলে না সিংহাসনে
৭ই মার্চে বলেছিলাম আমার বাংলা মায়ের ভাষণে
মৃত্যুকে আমরা ভয় পাই না বজ্রকণ্ঠে বলেছিলাম
এবারের সংগ্রাম "আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
সেদিন বাংলার আকাশে বাতাসে কেঁপে উঠেছিল বাঙালি জাতির মান
বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল তিরিশ লক্ষ শহিদের প্রাণ
তবুও আমি ভয় পাইনি রেখেছিলে কারাগারে বন্দি
ভয় পেয়েছিলে বাংলায় নয় রেখেছিলে রাওয়ালপিন্ডি।
মৃত্যুকে আমি ভয় পাইনি সেদিনও
রেখে গেলাম বাংলার বুকে
লক্ষ লক্ষ মুজিব সেনা
তোমাদেরকে মারবে ধুঁকে ধুঁকে
পণ করেছিলাম সে দিন
যেদিন আমার মান রাখবে বিশ্বের বুকে
সেদিন আসবো আমি মৃত্যুকে জয় করে বাংলার বুকে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

তোমার ছেলে ঘুমিয়ে আছে
স্মৃতিসৌধের নিচে
একুশে ফেব্রুয়ারি আসলে মাগো
আমরা উঠি জেগে।
প্রতি বছর মাগো তোমরা
এই দিনটি ধর
দিনটি ধরে তোমরা মাগো
ফুল দিয়ে বরণ কর।
ফুলের সুভাষ পেয়ে আমরা
সবকিছু যাই ভুলে
তোমার ছেলের বিনিময়ে হলেও
বাংলা নেবে কোলে।
বাংলার জন্য কত মায়ের
বুকের রক্ত গেছে ঝরে
একুশে ফেব্রুয়ারি আসলে মাগো
আজও স্মৃতি মনে পড়ে।
রচনাকাল: ০৩.০২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

কান্না

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
তোমার নামে সেতুর বন্ধন
আজও অন্তরে রয়েছে আঁকা
আকাশ জুড়ে বিজলী করে ক্রন্দন।
সবুজ শ্যামল মাটির উপর
রয়েছে তোমার ছবি আঁকা
রক্তের বন্ধনে আজও বয়ে চলছে
পর্বতের ঝর্নার মত আঁকা বাঁকা।
তখনই মনে দাগ লেগে যায়
পূর্ব আকাশে উদিত হয় যখন
মনে হয় যেন এইতো এলো
লাল সবুজের পতাকা নিয়ে তখন।
কখনো আবার ঝড়ো হাওয়ায়
উড়ন্ত পাখির মত ভেসে
নীল আকাশের কালো মেঘের
আড়াল থেকে হেসে হেসে।
তোমার ঐ হাসি ছিল বেদনাদায়ক
রক্তঝরা পঁচাত্তর সালের পনেরোই
আগস্টে নেমে এলো কী নিদারুণ
কষ্ট দুঃখ বেদনা বিদুর মনপ্রাণ
মানুষ হতবাক নের্বোধ অন্ধকার বিস্মৃতির আধার
কালো ছায়া, লুটিয়ে পড়লো বাংলার বুকেই।
অসাধারণ তোমার বাংলার মানুষ
তুমি চাঁদ সূর্য নক্ষত্রের তারা
তোমার জন্ম হয়েছিল বলেই
সৃষ্টি হয়েছিল বাংলাদেশ
সেই দেশেই তোমাকে
সপরিবারে করলো নিঃশেষ
কান্নায় বুক ফেটে যায় তোমার স্মরণেই।
গুটি কয়েক দূর্বৃত্তের কারণে

জাতি হলো বিদ্রোহীর
অবাক পৃথিবী তাকিয়ে রয় অন্ধাকরণে
তোমার পরশে জাগ্রত রবে জাতির বার্তার
তুমি জীবন্ত রয়েছে বাঙালির বাঙালির প্রাণে।

রক্ত ঝরা ৫২ সাল

৫২ তুমি ছিলে বাংলা ভাষার আন্দোলন
৫২ তুমি ছিলে রক্ত ঝরা ক্রন্দন
৫২ তুমি ছিলে ছেলে হারা মায়ের আর্তনাদ
৫২ তুমি ছিলে নব বধুর অশ্রু বিষাদ
৫২ তুমি ছিলে বোনের চোখের মনি
৫২ তুমি ছিলে বাংলা ভাষার খনি
৫২ তুমি ছিলে রফিকের রক্ত ঝরা দিন
৫২ তুমি ছিলে সফিকের রক্ত ঝরা ঋণ
৫২ তুমি ছিলে বরকতের রক্তে রঞ্জিত পথ
৫২ তুমি ছিলে জব্বারের রক্তে নিলো শপথ
৫২ তুমি ছিলে বঙ্গবন্ধুর ডাকে মিছিল
৫২ তুমি ছিলে লাশের গন্ধ করে কিলবিল
৫২ তুমি ছিলে ভাষা আন্দোলনের অধ্যায়
৫২ তুমি ছিলে বাঙালি জাতির প্রজ্ঞায়
৫২ তুমি ছিলে একুশে ফেব্রুয়ারি
৫২ তুমি ছিলে কত মায়ের আহাজারি
৫২ তুমি বুকের ধনের রক্ত দিয়েছ ঢালি
৫২ তুমি ছিলে বাংলা ভাষার শ্লোগান
৫২ তুমি ছিলে বাংলা ভাষার সম্মান
৫২ তুমি চিরকাল হয়ে থাকবে অম্লান।

৭১ তুমি

৭১ তুমি হলে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের এক অধ্যায়।
৭১ তুমি হলে জাতির পিতা স্বপনের পতাকা আঁকায়।
৭১ তুমি হলে অমানিশার কালো আঁধার।
৭১ তুমি হলে লক্ষ শহিদের রক্তে ঝরা বন্ধন
৭১ তুমি হলে লক্ষ মায়ের অশ্রু ঝরা ক্রন্দন
৭১ তুমি হলে নব বঁধুর অশ্রুতে শিশুর লাশ।
৭১ তুমি হলে বীরাঙ্গনা নারীর আর্তনাদ।
৭১ তুমি হলে ছেলে হারা মায়ের আহাজারি
৭১ তুমি হলে নদীর স্রোতে ছেলের লাশ ভেসেছে কারি কারি।
৭১ তুমি হলে বোনের বীরাঙ্গনা হওয়ার জীবন নিষাদ।
৭১ তুমি হলে অমানিশার কালো রাত।
৭১ তুমি হলে ফাগুনের দমকা হাওয়া।
৭১ তুমি হলে নদীর স্রোতে লাশ ভেসে যাওয়া।
৭১ তুমি হলে লাশের উপর বসে শকুনের ঠুকরে খাওয়া।
৭১ তুমি হলে রক্তের বন্যায় শিশুর লাশ ভেসে যাওয়া।
৭১ তুমি হলে কালবৈশাখীর ঝড়।
৭১ তুমি হলে আপনকে করলে পর।
৭১ তুমি হলে আগুনের লেলিহান।
৭১ তুমি লক্ষ শহিদের কেড়ে নিলে প্রাণ।
৭১ তুমি হলে শত্রুকে করেছিলে দমন।
৭১ তুমি হলে ১৬ ডিসেম্বরে বিজয়ের কারন
৭১ তুমি হলে লক্ষ শহিদের রক্তে রঞ্জিত পলাশ।
৭১ তুমি হলে কৃষ্ণচূড়ায় লাল রঙে করেছ বিলাপ।
৭১ তুমি হলে গ্রীষ্মে তালের পাখা।
৭১ তুমি শত বাঁধা পেরিয়ে এনেছ নবান্নের উৎসব।
৭১ তুমি হলে বাঙালি জাতির গৌরব।
৭১ তুমি হলে বাঙালি জাতির মহান।
৭১ তুমি হলে বিশ্ববাসী বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছে সম্মান।
৭১ তুমি বাঙালি জাতির কাছে চিরকাল অম্লান।

আদর্শ

নদী চর খাল বিল
চন্দ্র সূর্য তারা
বঙ্গবন্ধুর আদর্শে
গড়ে উঠে ওরা।
ব্রিটিশ ছিল দুইশো বছর
তেইশ বছর পাকিস্তান
বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়া
বাঙালি জাতির মান।
পাকিস্তানের চক্রে পড়ে
বাঙালি করে টলমল
বাংলা হবে মুখের ভাষা
বঙ্গবন্ধু আদর্শে অটল।
বঙ্গবন্ধুর আদর্শে
গড়ে উঠলো সংগ্রাম
একাত্তরে ছিনিয়ে আনলো
বাংলার সম্মান।
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে
কন্যায় ধরছে হাল
সোনার বাংলা গড়বো
বিশ্ব জানবে অনাদিকাল।
আর্দর্শের শযাথ নিবো

পতাকা

কিছু কিছু মানুষের জীবনে
কিছু কিছু ফুল ঝরে
নিশীথ কাননে অকারণে
পাপড়িগুলো ঝরে পরে।
শিশির ভেজা সবুজ ঘাসে
শুধু তোমার সংভাষ ছড়ায়
শীত গ্রীষ্মের দমকা হাওয়ায়
শুধু তোমার কাননে আম্রতলায়।
তবুও তুমি থেমে নেই
ঝড়ের বেগে চলছ ধেয়ে
কালবোশেখীর মেঘাচ্ছন্ন সাদা মেঘ
কালো মেঘের আড়ালে আছ চেয়ে।
ঠিক এক স্নিগ্ধ সকাল বেলা
আসবে তুমি সূযরশ্মি যখন
পূর্ব আকাশে উদিত হবে
বাংলার বুকে সবুজের মাঝে
লাল বৃত্ত রেখা তখন।
মনে হবে যেন বাংলার বীর পুরুষ
লাল বৃত্ত রেখার মাঝখানে তুমি
আজও অন্তরে গাঁথা সবার প্রাণে
বৃত্ত রেখার মাঝে দাঁড়িয়ে
বাংলার পতাকা টানে।

রচনাকাল: ০৪.০২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

লাল সূর্য

মায়ের আঁচল পেতে বসে আছে
নববধূ পথ চেয়ে গুনছে প্রহর!
বোনের চোখ দুটো করে ছলছল
কখন আসবে বীর সৈনিক আমাদের।
মুছে গেল সব আশা ভরসা
উড়ে গেল মায়ের আঁচল!
নববধূর চোখের জলে
বুক ভেসে হলো অতল।
রক্তিম সূর্য রক্তে রঞ্জিত করে
ভোরের নীল আকাশে উঠিল
লাল সবুজের পতাকা
বুঝলাম এবার স্বাধীন হয়েছে বাংলা
তোমাদের নাম ইতিহাসের পাতায়
লেখা থাকবে যুগ যুগ ধরে!
আরও কত ইতিহাস মা-বোনদের নিয়ে
বাংলায় নয় পৃথিবীর ইতিহাসে
থাকবে আজীবন ভরে!
পৃথিবীর নিয়ম সূর্য অস্ত যায় পশ্চিমে
তেমনি করে উদিত হয়!
পূর্ব আকাশে লাল রঙ মাখা
যুগ যুগ ধরে বয়ে এসেছে
সূর্যের রক্তিম ভালোবাসা!
তোমাদের রক্তে স্বাধীন হয়েছি
পেয়েছি বাংলা ভাষা!
পণ করে নিলাম সবাই আমরা
রক্ষা করবো স্বাধীন বাংলা ভাষা !

রচনাকাল: ১৯.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

স্বাধীনতার ডাক

দূর দূরান্ত থেকে এসেছিলাম
পল্টনের ময়দানের কোলে
ঝাঁকে ঝাকে এসে ছিলাম
নীল আকাশে ডানা মেলে!
ঘুরে ঘুরে কত দেখেছিলাম
ভরছে মিছিলে মিছিলে
মুক্ত আকাশে ঘুরতে ঘুরতে
বসেছিলাম ডালে ডালে!
সাত মার্চের ভাষণ শুনতে
গিয়েছিলাম ডানা মেলে !
নীল আকাশে মুক্ত হাওয়া
মুক্ত করবে বলে!
শেখ মুজিব ভাষণের আহবানে
শুনতে পেলাম কানে
ডাক দিয়েছিল করবে স্বাধীন
বাংলা মাটির টানে।
শেখ মুজিবুরের ডাকে তোমরা
গড়েছ মুক্তিবাহিনী!
মুক্ত আকাশে যুদ্ধ করেছ
ঝড় বৃষ্টি মানিনি!
হানাদার বাহিনী আসবে বলে
ভেঙেছে রাস্তা পুল।
বুকের রক্তে রক্তিম সূর্য
রেখেছ বাংলার কুল।
তোমাদের জন্যই এসেছিলাম মোরা
বাংলার আকাশে উড়ে
স্বাধীন করেছ বাংলা তোমাদের
জয় হলো বাংলার রত্নের
মুক্ত হয়ে ঘুরবো আকাশ জুড়ে।

রচনাকাল: ১০.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

শহিদের রক্ত

শহিদের রক্তে ঝরার সেইদিনই মোরা
করেছিলাম পণ!
ভাষা আন্দোলনের সময় যাঁরা
রক্ত দিয়েছিল তখন!
ভুলি নাই সেই শহিদের রক্ত
সালাম, রফিক, বরকত !
জব্বার দিয়েছিল রাস্তায় পরে
আরও দিয়েছিল কত!
শহিদের রক্ত আমাদের অন্তরে
আজও রয়েছে গাঁথা!
বলতে গেলে তোমাদের কথা
এখনো আসে বাঁধা!
আমার অন্তরে চিরকাল তোমরা
কোকিলের সুরে গান!
বুকে শহিদের রক্ত গাঁথা
হয়ে থাকবে অম্লান!
তোমরাই করেছ বাংলার সূচনা
স্বাধীনতার বীজ বপন ধারা
স্বাধীন হয়েছে বাংলা!
তোমাদেরই জন্য আমরা পেয়েছি
লাল সবুজের পতাকার অঞ্জল ভলো।

রচনাকাল: ০৩.০৪.১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

বিজয়

বিজয়ের উল্লাস করে
রাজ পথে নামছে ধেয়ে!
মিছিলে মিছিলে ভরছে দেশে
নেতা আর কর্মী বেশে!
হাতে নিয়ে ফুলের তোরা
ধেয়ে চলছে স্মৃতির ডোরা
দিচ্ছে কত নেতা কর্মী
ঘুমিয়ে আছে যত মরমি!
রাখছে স্মৃতি ধরে
বুকটা আমার ভরে!
ফুলের তোরায় সাজিয়ে
সান্ত্বনার বাণী দেয় ছড়িয়ে
বিজয় উচ্ছাসে মন ভরিয়ে
থাকে আত্মায় জরিয়ে।

বাঘা সিদ্দিকী

রেসকোর্স ময়দানে
৭ই মার্চের ভাষণে।
বঙ্গবন্ধুর ডাকে গড়ে
মুক্তিবাহিনী গঠন করে!
কাদের সিদ্দিকীর অবদানে
যুদ্ধের সমাধানে!
পাকি বাহিনীর অত্যাচারে
কাদের সিদ্দিকী গঠন করে!
টাঙ্গাইল থেকে শুরু করে
১১ নং সেক্টরে মুক্তিবাহিনী গঠন করে!
সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে
রূপকথার যাদুমন্ত্রে
কাদেরিয়া বাহিনীর যুদ্ধের খবরে!
সঠিক সিদ্ধান্তে
থানায় থানায় হানা দিয়ে
অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে
ওদের অস্ত্র দিয়ে ওদের
হানা দিত সবাই তাদের
আমার সাথে কাদের সিদ্দিকীর
দেখা হলো বাসাইলেতে!
একটু হলেও কাজ করতে
সুযোগ হলো তার ডাকেতে
যুদ্ধ করে আনছে ঘরে
বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে!
সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে
কাদের সিদ্দিকীর অবদানে!
কাদেরিয়া বাহিনী পাকি জাহাজ মারে
সারা পৃথিবী ছড়িয়ে পড়ে!
জমাদিল হাতিয়ার বঙ্গবন্ধুর পদতলে
ছড়িয়ে পরে খেতাব দিলে
বাঘা সিদ্দিকী নামটি ধরে!

রচনাকাল: ৪.৮.১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

২১ শে ফেব্রুয়ারি

একুশ আসে বুকে নিয়ে
রক্তে রাঙা পলাশ ফুলে!
কোকিল ডাকে কুহু কুহু
ঝরা পাতায় ভরছে রুহু।
মায়ের বুকের ঝরছে রুহু
সালাম রফিক বরকত জব্বার!
স্মৃতি হয়ে থাকছে শুধু
মায়ের বুকটা কাঁদছে শুধু।
২১ শে ফেব্রুয়ারি আসলে পরে
সবার মনটা বাংলায় ভরে!
স্মৃতিসৌধে ভোর বেলাতে
ফুলের তোরা দেয় সাজিয়ে!

তারিখ: ০৫.০২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পাখি

টিয়া পাখি ময়না পাখি
দোয়েল আমার নাম
মুক্ত আকাশে যখন ঘুরি
নেইকো কোনো দাম।
ভুতুম পাখি রাত্রি ভরে
ভুত-ভুতুম ডাকে
পেঁচায় তখন ডালে বসে
ডাকছে যেন কাকে।
ভোরের পাখি রাত পোহালে
শিশুদের ডেকে বলে
ভোর হয়েছে ভোর হয়েছে
উঠ সবাই মিলে।
বক, চিল, বেলে হাঁস
বিল, বাওরে ঘুরে
নিরিক করে মাছ তখন
ঠোকর দিয়ে ধরে।
কাকের বাসায় কাক থাকে
কোকিল থাকে ডালে
গরু মরলে শকুন পাখি
আসে সবাই মিলে।
বাওই পাখি তাল গাছে
সুন্দর বাসা বানায়
বৃষ্টি হলে ঘুঘু পাখি
একটু ভিজে ডানায়।
চড়ুই, শালিক, ডাইক তখন
বলছে আমরা দামী
মুক্ত আকাশে উড়বো মোরা
এটাই আমাদের কামী।
টিয়া পাখি ময়না পাখি
দোয়েল আমার নাম
তোমার খাঁচায় রাখবে যখন
হবে আমার দাম।
রচনাকাল: ২৭.০৮. ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পল্লী মা

শহর থেকে দূরে আমার পল্লী মায়ের গ্রাম
আমার বাংলা মাগো তোমার দেশের নাম
এই বিশ্বভুবন মাঝে তোমার নেইকো তুলনা
তুমি আছ বলেই আমরা বাংলা ভুলি না।
গাছে গাছে ডাকছে পাখি মাঠে সোনার ধান
পাল তোলা নৌকাগুলো গেয়ে যায় ভাটিয়ালি গান।
লাঙল দিয়ে ফসল ফলায় কৃষক দিন রাত
অবুঝ কৃষক খাটছে যতই তবুও জোটে না ভাত
কৃষকের ঘরে নেমে আসে আঁধার কালো রাত।
তবুও আমরা মা-মাটি ছেড়ে যেতে চাই না শহর
ঝড় বৃষ্টি রোদে পুড়ে ফসল ফলায়ে গুনছি আমরা প্রহর।
শহর থেকে দূরে থাকবো দালান- কোঠা চাই না।
দালান- কোঠায় থেকে আমরা পাষাণ হতে চাই না।
মধুর সুরে মিষ্টি হেসে, বড় বড় বুলি ছাড়ে তারা
গরীব শ্রমিক মুটে মজুর কৃষক চুষে খায় তারা
আমাদের দুঃখের দিনে কেউ থাকে না, সুখের দিনে থাকে তারা।
ফসল ফলাই আমরা যত কৃষক চাষি ভাই
মাথার ঘামে পা ভিজে, কোনো দাম নাই
ধন্য মোদের জীবন তবু আমরা বাংলা মায়ের ছেলে
সারাদিন খেটে এসে ঘুমাই পল্লী মায়ের কোলে।

বাবা-মা

বাবা মায়ের স্মৃতিগুলো
আজও অন্তরে কাঁদে
তখন আমার ছয় সাত
চকির পায়াতে বাঁধে।
মায়ের আদর পাইনি আমি
মারতো ধরে ধরে
যখন আমি ঘুরতে ঘুরতে
আসতাম বাড়ি ফিরে।
মা-বাবা পরম গুরু
বুঝিনি আমি তখন
বাবা ছিল কাজে ব্যস্ত
ঘুরতাম সারাক্ষণ।
দুপুর বেলা ঝাপুরি খেলে
আসতাম বাড়ি ফিরে
চোখ দুটো লাল করেছিস
অসুস্থ হলে পড়ে?
বাবা এসে আদর করে
বসায় নিয়ে খেতে
মা-তখন ভাতের থালা
সামনে দিলো পেতে।
বাবার জন্য বেঁচে গেলে
বললাম-না কিছু আমি
বাবা যখন না থাকবে
কেমনে বাঁচবে তুমি।
বিকেল বেলা বাবা আমায়
হালোইর ঘরে নিয়ে
চার খানা গোল্লা দিলো
সামনে বসে গিয়ে।
বাবা মা-র কথাগুলো
শুনিনি আমি তখন

এখন আমার মনে হলে
পুড়ছে আমার মন।
বেঁচে থাকতে বুঝিনি কদর
ভাবছি বসে তাই
এখন আমি যতই ভাবি
পুড়ে হচ্ছি ছাই।
আর আদর করে কেউ
বলবোনা-আয়ভাত খাবি।

রচনাকাল: ০৬.০৮.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সম্মান

বাংলার মাঠে ঘাটে
ভরেছে সোনালি ধান
বঙ্গবন্ধু স্বাধীন করে
রেখেছে তার মান।
আকাশে নীল রঙের
সাদা মেঘের আভা
পাখিরা মুক্ত হয়ে
মেলছে দুটি পাখা।
মুক্ত আকাশে আজ
বাজে বাংলার গান
বঙ্গবন্ধু স্বাধীন করে
বিশ্বে রেখেছে সম্মান।

সৃষ্টি

সৃষ্টির রহস্যটুকু
আজও মনে পড়ে
উনসত্তরে ডাক দিয়েছিলে
আজও অন্তরে তারে।
অন্তরেতে তোমায় ভাবি
সৃষ্টি করবে তুমি
শিশির ভেজা ঘাসে
সাথে থাকবো আমি।
সত্তরের নির্বাচনে তুমি
পার্লামেন্টে দিল না যেতে
বঞ্চিত হলে এখানেও
পিছপা হোলে না তাতে।
একাত্তরে ঘোষণা দিলে
যুদ্ধ করবে তুমিই
বাংলার বীর ছেলে
সাথে থাকবে সবই।
সেই থেকে শুরু
হলো সৃষ্টির রহস্য
একাত্তরে যুদ্ধ করে
ছিনিয়ে আনলে শস্য।
পূর্বাকাশে ভোর বেলাতে
লাল রঙের বৃত্ত
তখন আমার মনে
স্বাধীন হয়েছে মৃত্ত।
তোমার জন্যই আমাদের
সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ
স্বাধীন হয়েছে তোমার
সৃষ্টির রহস্যের দেশ।

রচনাকাল : ০৪.০৮.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আকাঙ্ক্ষা

আকাঙ্ক্ষায় বসেছিলাম মোরা
বাংলা ভাষা করবে তোমরা
উর্দু ভাষার হবে ক্ষয়
বাংলা ভাষার হবে জয়!
তখন ছিলাম শিশু মোরা
ভাষা বুঝতাম বাংলার জোরা
তোমাদের নিয়ে গর্ব করি
তোমরাই হবে বাংলার তরি।
শেখ মুজিব জন্ম নিলো
ভাষা আন্দোলন শুরু হলো
মুজিবের জন্ম না হলে
স্বাধীন হোতো না দেশ।
তোমার জন্যই স্বাধীন বাংলা
পূর্বাকাশে লাল সবুজের জাংলা
ভাষা আন্দোলনের তুমি বায়ান্নর
সালাম রফিক বরকত জব্বার
আরও কত বাংলার ছেলে
রক্ত দিয়েছিল রাজ পথে ঢেলে।
সেদিনই বুঝে ছিলাম আমরা
একদিন ছিনিয়ে আনবে তোমরা
সেদিনের অপেক্ষায় ছিলাম বসে
বাংলা স্বাধীন হয়েছে শেষে।

রচনাকাল: ২৪.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

গ্রামবাংলা

হারিয়ে গেছে খাল বিল
নদী নালা ডোবা !
পুকুর পাগাড় নেইতো কোথাও
সবই ভরাট করা সমতল
সবাই ব্যবহার করে ওয়াশার কল
সবাই ব্যহার করে ওয়াশরুম
শহর বন্দরেও নেইতো পুকুর
ঘাটলা বাঁধা ঘাট!
পল্লী মায়ের কোলেও দেখি
খাল বিলে হাট!
ভরাট হয়ে গেছে সবই
বিলেও হচ্ছে মাঠ!
চামারা বড়ন ধান নেইতো কোথাও
বোরো বিলীন আজ!
আগের দিনে মাঘ ফাগুনে
করতো জমি চাষ!
লাঙল দিয়ে চাষ করতো
গরুর কাঁধে বাঁশ!
চাষ করে বুনতো সবাই
গম পায়রা চিনা!
বুট বুনতো সবার আগে
মাশ মটর ছিটা!
খেসারি কলাই বুনতো সবাই
গরুর খাদ্য বলে !
মশুর বুনতো উচা জমি
সরষে খেত ভরে!
রবি শস্য আসার পরে
বুনতো খেত ভরে!
পাট বুনতো উচা জমি
আমন বোরো নিচে!
বিলীন হয়ে গেছে আজ
কৃষকের সেই গানের আওয়াজ!
ছায়াতলে ছড়িয়ে আছে প্রাণ

বটের ছায়ায় রাখালের বাঁশি
পল্লী সুরের টান!
গরুও এখন নেইতো কোথাও
রাখালের সেই বাঁশি !
কৃষক বসে ভাবছে তাই
কেমনে জমি চাষি!
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে ঝড়ের দিনে
আম কুড়াতাম কত!
আম কাঁঠালের মধুর রসে
খেতাম কত শত! শত
খাল-বিল পুকুর ডোবায়
মাছ ধরতাম কত!
পাগারে পাগারে জাল ফেলে
ধরতাম শত শত!
আষাঢ় মাসে বানের জল
ঝল মলিয়ে আসে!
ডুবুরি খেলতাম বন্ধুরা মিলে
খুবই মজা করে!
অতীতের স্মৃতি মনে হলে
বুকটা কেঁপে দুলে!
বন্ধুরা সব নৌকা নিয়ে
ঘুরতাম বিকেল হলে!
আশ্বিন শেষে কার্তিক মাসে
ধর্ম জাল দিয়ে!
নোরা ফেকা আর সরপুঁটি মাছ
ধরতাম ঝাঁকে ঝাঁকে!
বিলীন হয়ে গেছে সবই
দুঃখ লাগে মনে দিলে!
কত মাছ ধরতাম মোরা
পাড়া পড়শী মিলে!
গ্রাম বাংলার দৃশ্যগুলো
আজও মনে পড়ে!
মনে হলে ছুটে যাই
বর্ষায় বিলের স্মৃতির ধারে!
তারিখ: ০৬.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

স্মৃতির পাতায়

স্মৃতির পাতায় রক্তে লেখা
রক্তে চোখ মাখা !
স্মৃতি হয়ে থাকবে তুমি
অন্তর জুড়ে গাঁথা!
তোমাকে দেখেছি বাংলার সন্তান
বাংলার দামাল ছেলে!
যুদ্ধ করেছ বাংলার হয়ে
এনেছ বাংলা নিয়ে !
আমরা সবাই যুদ্ধ করেছি
রেখেছি বাংলার মান!
বাংলার মান রাখতে গিয়ে
দিয়েছে কত প্রাণ!
কত মায়ের বুকের রক্ত
সেদিন ঝরেছে মাটি !
সবুজ ঘাসে রক্তিম সূর্য
বাংলা মায়ের ঘাঁটি!
সেদিন তোমায় দেখেছি কত
বীর সৈনিকের সৃষ্টি!
তোমার কথা মনে পড়লে
মনে পড়ে সেই কৃষ্টি
যুদ্ধ করেছ বলে তোমরা
বাংলা মায়ের সন্তান!
তোমাদের রক্তের বিনিময়ে হয়েছে
রেখেছ বাংলার মান।

রচনাকাল: ০২.০৮.১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ

টুনাটুনির গল্প

সারা দিন ফ্যাশান কেঁচি নিয়ে
শপিংসহ শোরুমে থাকি ব্যাস্ত
রাতে এসে বসি যখন
খাতা কলম নিয়ে
কি লিখবো ভাবি তখন
হয়ে হ্যাস্ত ন্যাস্ত।।
ভাবতে ভাবতে মাথা যখন
একটু হলো স্থীর
অর্ডার শুনতে হলো তখন
আমার ঘরের স্ত্রীর।।
নানান রঙের অর্ডার করলো
যাইতে হবে হাটে
ব্যাগ একখান দিয়ে বললো
চলবে ডাটে পাটে।।
টাকা পয়সা আছে কিনা
জিগায় আমার বউ
টাকা ছাড়া সদায় তোমায়
দিবে নাতো কেউ।।
মানি ব্যাগটা হাতে দিয়ে
বলছে আমার বউ
টাকা আছে মানি ব্যাগে
আগে কিনবে ঢেউ।।
ঢেউয়ের তালে তালে কিনবে
চিংড়ি মাছের পোনা
চাইল্তা গাছের ডালে বসে
বলছে টুনি টুনা।।
টুনা বলছে টুনি তুমি
ছোট বেলার পাজি
তোমার সাথে প্রেম করতে
আমি হলাম রাজি।।
রচনাকাল: ১৫.১০.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ছেলেহারা মা

ছেলে হারানোর যন্ত্রণাকে
বুঝবে নাকো তোমরা
যাদের ছেলে হারিয়ে গেছে
সেইতো হলো আমরা।
দুঃখ নেই তাতে মোদের
দাম দিলো না কেউ
ছেলে হারিয়েছে বোলে মোদের
অন্তরে উঠছে নদীর ঢেউ।
নদীর স্রোতে ভেসে গেছে
সান্ত্বনার বাণী দিয়ে
স্বাধীন হয়েছে বাংলা মোদের
ছেলের বিনিময়ে।
পঞ্চাশ বছর পরে মোদের
পরলো মনে স্মৃতি
যুদ্ধের বিনিময়ে আনবো মোরা
রাখবো তোমাদের প্রীতি।
ছেলের কথা শুনে তখন
ভরে উঠেছিলো প্রাণ
আমার ছেলের বিনিময়ে হলেও
রাখবো দেশের মান।

রচনাকাল: ২৪. ১১.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জওয়ান

পাকি বাহিনীর অত্যাচারে
ভয়ে কুঁকড়ে উঠছে
জনগণের প্রাণ।
শহর জুড়ে ছড়িয়ে ত্রাস
রাজত্ব করেছে পাকিস্তান
ভয়ে নির্যাতনে অত্যাচারে
শহর ছেড়ে ছুটছে গ্রাম
পাকি বাহিনীর অত্যাচারে
অতিষ্ঠ হয়ে উঠে মান
বাঙালির প্রাণ।
অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে
বঙ্গবন্ধু দিলেন ডাকবান
বাংলার যত জওয়ান।
হও আগুয়ান
বাংলার গ্রামে গঞ্জে
গড়ে তুলে দুর্গ
সাথে থাকে জনতার অর্ঘ্য
বঙ্গবন্ধুর ডাকে
জয়ের নেশায় মৃত্যু কে
করে আলিঙ্গন
বাংলার যত নও জওয়ান।

বিজয়কেতন

চেয়ে দেখ মা আসছে ধেয়ে
কালবৈশাখীর ঝড়
থাবায় থাবায় গুড়িয়ে দেবে
তোমার কুঁড়ে ঘর।
থামবেনা ঝড় দীর্ঘদিন
বইবে দমকা হাওয়ায়
যখন জ্বলবে বিজলি বাতি
আকাশ গর্জে কাঁপায়।
বিজলী বাতির ঝলসানিতে
জ্বলবে তোমার ঘর
মানুষ গুলো দানব হবে
তোমায় করবে পর।
থামবে একদিন ঝড়ো হাওয়া
তাঁরা জ্বলবে যখন
চাঁদের আলোয় আলোকিত হবে
বাংলাদেশের বিজয়কেতন।

শোরগোল

বাংলার আকাশ বাতাস মাটি
সূর্য চন্দ্র তারা
সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক
দৃশ্যে বাংলা গড়া।
নদীর কুলে কাশ ফুল
সাদা মেঘের আভা
মনোরম পরিবেশে
বাংলা মায়ের ভাষা।
হঠাৎ এসে উর্দু কহে
উড়ে এসে জুড়ে বসে
কথা বুঝেনা বাঙালি কিছু
কাটে দিন অপেক্ষায় বসে।
দুঃখ বেদনায় বাঙালি
খুঁজে পায়না রোল
বঙ্গবন্ধু রাস্তায় নামলো
বেধে গেলো শোরগোল।

সত্তার অর্জন

সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগ্রাম গড়বো
সাথে ছাত্র জনতার আলোড়
আকাশে লক্ষ তারা জ্বলবে যেদিন
শুনবে সেদিন জনতার গর্জন।
পদ্মা মেঘনা যমুনার
বইবে স্রোতের কলতান
নৈরিত কোনে গর্জে আকাশ
হবে বিজয়ের উত্থান।
পাহাড় পর্বত ঝর্না ধারায়
বইবে তোমার শক্তি
শত্রু মুক্ত করবে তুমি
তবেই বাংলার মুক্তি।
তোমার সাথে থাকবে বাংলার
কামার কুমার কৃষক জন
ছাত্র-শ্রমিক গড়বে দুর্গ
তবেই বাংলার সত্ব অর্জন।

বীর সৈনিক

বীর সৈনিকের সন্তান মোরা
থাকবো বীরের মত।
বাংলার কোলে যতই আসুক
করোনার ভাইরাস যত।
করোনায় মোদের নেইকো ভয়
আমরা বীরের সন্তান।
বীরের মতই স্বাধীনতা এনেছে
আমরাও রাখবো মান।
লকডাউন সাট ডাউন যত
কিছুই মানবো না আজ
পাকিস্তানিদের হারিয়ে দিয়েছে
এবার করোনাকে হারানোর কাজ
করোনার ভয়ে থাকবো নাকো
ঘরে বসে আমরা
হার মেনে চলে যাবে
অপেক্ষা করো তোমরা।
৩০ লক্ষ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে
স্বাধীন হয়েছে বাংলা।
করোনাকেও আমরা হার মানাবো
মুক্ত করবো এই জংলা।
আমরা স্বাস্থ্যবিধি মানবো সবাই
মাস্ক পরিধান করবো।
সবার থেকে দূরত্ব বজায় রাখবো
সরকারের নির্দেশ শুনবো।
নেত্রী মোদের শেখ হাসিনা
নির্দেশ দিলে মানবো।
আমাদের আশাভরসা ঠিকানা
করোনাকেও মুক্ত করবো।

রচনাকাল: ৩০.০৭.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জয় বাংলা শ্লোগান

৪৭শের দেশ ভাগের আন্দোলনে
জয় বাংলার শ্লোগান আনে
শ্লোগানে মুখরিত হয়
৫২র ভাষা আন্দোলনে।
বাংলার প্রতিটি মানুষের
মুখে মুখে জয় বাংলার শ্লোগান
মুখরিত হয়ে উঠলো
বাংলার আকাশ বাতাস
খাল বিল নদী নালা ডোবা
সবুজের বুকে গানে গানে
বাংলার যত দামাল ছেলে
গেয়েছিল বাংলার জয়গান।
পল্লী মায়ের আঁচল পেতে
বটের ছায়ায় ভর দুপুরে
রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশি
গাহে গান জয় বাংলার সুরে
কি মধুর সুরের গান
মেতে উঠলো বাংলার
যত দামাল ছেলের প্রাণ।
বাংলার জন্য প্রাণ দিল
রফিক সফিক বরকত জব্বার
আরও কতো মায়ের বুকের তাজা
রক্ত মাটিতে পরলো ঝরে
বাংলার বুকে ছোবল দিল
কাল বৈশাখীর ঝড়ে।
৬৯ এর গণ আন্দোলনে
মুখরিত হলো বাংলার যত প্রাণ
রাজপথে গেয়েছিলো
জয় বাংলার জয়গান।
৭০ এর নির্বাচনে জয় বাংলার গান গেয়ে

পার্লামেন্টে দিলো না যেতে
সেদিনও মেতে উঠলো
বাংলার বুকে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের প্রাণ
শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হয়েছিল
আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা, ঐক্যতাল
জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলার গান।
৭১এর ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে
বজ্রকণ্ঠের আহবাণে
জাগলো বাংলার জনগণ শ্লোগানে
জয় বাংলার শ্লোগানে শ্লোগানে
মুখরিত হয়ে উঠলো বাংলার অঙ্গন
শ্লোগান শিখালেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তাতেই হলো বাংলার অর্জন।

জননেতা ফজলুর রহমান খান ফারুকের একুশে পদক প্রাপ্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

নতুন বছরের নতুন কিছু
হাঁটবো নাতো আর পিছু
নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন
যত আছে দেশের রত্ন!
তাইতো সবাই মিলেমিশে
কাজ করবো মাঠে ঘাটে
কাজের সন্ধান করতে গিয়ে
শেখ মুজিবুরের স্বপ্ন টানে!
শেখ মুজিবুরের স্বপ্ন পূরণ
শেখ হাসিনা করছে ধারণ
দুর্নীতিমুক্ত হবে দেশ
উন্নয়ন হবে বাংলাদেশ!
হবে এবার দেশের উন্নয়ন
শেখ হাসিনার হাতে বাস্তবায়ন
২০২১ সালের মধ্যে হবে উন্নয়ন
বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল গঠন!
আমাদের স্বজন
একুশে পদকপ্রাপ্তিতে
গর্বিত আমরা তাতে
মিশে আছো জন্মভূমির মাটিতে
ফজলুর রহমান খান ফারুকের নেতৃত্বে
এসো গড়ে তুলি এই বাংলাদেশটাকে।

রচনাকাল: ০৭ মার্চ,২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সহযোদ্ধা

আমরা সহযোদ্ধা
আমরা দেশের মান
আমাদের জন্যই রক্ষা হয়েছে
নিপীড়িত মানুষের প্রাণ।
মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমরা
যুক্ত ছিলাম বলে
সহজ হয়েছে যুদ্ধ করতে
গোলাবারুদ সব টেনে।
যত রাস্তাঘাট আমরাই কেটেছি
আমরাই করেছি ধ্বংস
আমাদের জন্যই মুক্ত হয়েছে
পাকি সেনাদের পণ্য।
আগলে রেখেছি আমরা
যত সহযোদ্ধা ছিলাম
মুক্তিবাহিনীকে বুঝতে দেইনি
আমরা কষ্ট নিলাম।
কেউ আমাদের খবর নেয়নি
কীভাবে আমরা চলি
আজকে মোদের সময় এসেছে
শেখ হাসিনার তরে বলি।
সবাই আমাদের ছুড়ে ফেলেছে
কেউ রাখেনি খবর
তুমিও মোদের ছুড়ে ফেললে
দেখবে মোদের শ্মশান কবর।

রচনাকাল: ৭.১২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

জাহাজমারা দূরন্ত বিজয়

প্রকতির অপারদান যমুনা
খরস্রোতা নদীর মোহনা
তার বুকে করে কত শত যানবাহন আনাগোনা
পাকিস্তানি সামরিক রসদ ভরা যানবাহন
যাবে রংপুর ক্যান্টলমেন্ট,
একুশ কোটির উর্ধ্বে মালসামান
ধ্বংস হবে যত বাঙালির নির্ধন।
সিরাজকান্দিচরের তীরে যমুনায় আটক
রেকী করে মোতাহার, জিয়া
চিঠি দিলেন যথাস্থানে গিয়া
খবর পেলেন ভূঞাপুরের উপ প্রধান
ডাকলেন মুক্তিবাহিনীর জওয়ান
ছুটে এলেন নিকরাইল কোনে
কমান্ডার মেজর হাবীবুর রহমান।
হাবীব কমান্ডারের নিত্য সঙ্গী
ছিলেন মোতাহার জিয়া
যুদ্ধের পরিকল্পনা আটেন তাদের নিয়া
যুদ্ধের শুরু থেকে শেষতক ছিলেন অঙ্গাঅঙ্গী
জাহাজ মারার ও অস্ত্র খালাস করে
সিরাজকান্দি মাটি কাটার চরে
পাকিবাহিনীদের তিনটি জাহাজ
হাবিব কোম্পানি, ধ্বংস করে
মুক্তিযোদ্ধা জনতা
জাহাজ ধ্বংসের জয়ে উল্লাস করে।
নিরঞ্জন ভৌমিক এই খবর
এনে দিল জনতার কাছে
জাহাজ তিনটি করলো পরিদর্শন
অস্ত্র গোলাবারুদ আছে বোঝাই
কেমনে খালাস করাই।
জাহাজে ছিল হাবিব কোম্পানির
প্লাটুন কমান্ডার সৈয়দ জিয়া

অস্ত্রশস্ত্রনামাতে গিয়া
স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিয়া
আরও আছে ছামাদ গামা
ডেকে বলে, নৌকা নিয়ে আয় শামা
সবাই এলো ত্বরা করে অস্ত্রনামা
নৌকায় নিয়ে এলো ওয়াজেদ খান
আরো অনেক যানবাহন
মোতাহার জিয়া অস্ত্র নামান
নিরঞ্জন ভৌমিক ওয়াজেদ খান
নিয়ে চলল নৌকা বৈঠা য়েয়ে
অস্ত্র গোলাবারুদ খালাস করতে
হয় না আমাদের বেগ পেতে
আমরা তখন লেগে যাই অকাতরে
এমনিভাবে শত শত নৌকা ভরে
কাদেরিয়া বাহিনীর বিজয় তরে
জাহাজেতে আগুন দিলো
মোতাহার জিয়া, সামাদ গামা লুৎফরে
জাহাজ ধ্বংস করে
হাবীব কোম্পানি বাড়ি ফিরে।
বাকী অস্ত্র গোলাবারুদ এনে
নিরঞ্জন ভৌমিক আর ইনছান আলী
ভূঞাপুর স্কুল ঘরে ওয়াজেদ আছে
সাথে নিয়ে জমা দিল ভোলা মিঞার কাছে।
ভোলা মিঞা ছিল অস্ত্র গোলাবারুদের ইনচার্জে
জমা এবং ডিস্টিভিউশনের দায়িত্বে
ছিলো ভোলামিঞার আয়াত্বে
যত অস্ত্র গোলাবারুদ জমা হলো।
কাদেরিয়া বাহিনীর দ্বিতীয়
ক্যান্টনমেন্টে পরিনত হলো
ভূঞাপুরের গুরুত্ব বেড়ে গেলো।

ভারত থেকে যত অস্ত্র শস্ত্র
আসতো পাটনি বাড়ির ঘাটে

সব অস্ত্র গোলাবারুদ জমা নিতো
ভোলা মিঞা হাতের তটে।
জাহাজ মারার দুরন্ত বিজয়
হলো বিশ্বও সুখ্যাতির জয়। ব্যাপী
জাহাজ মারার হাবীরের বীরত্বে
খেতাব পেলো বীর বীক্রম সম্মনিতে।

কারাগার

নদী চর খাল বিল
পাহাড়ের বুকে গজারির বন
সবুজ শ্যামল কোমল মাটিতে
শেখ মুজিবের কারা বরণ।
পাকিস্তানি শোষক দোষর চালায়
মুজিবের উপর নির্যাতন
পাকিস্তানের শাসন শোষণ উৎপীড়নে
কারাগার থেকে নির্দেশ চালনায়
বাংলার দামাল ছাত্র জনতাকে
উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় ভরে রাখে
ছাত্র জনতা গড়ে আন্দোলন
কারাগারে বন্দি একাকী জীবন।
কঠিন পরীক্ষায় লৌহ মানব
চৈত্রের খরতাপে গড়ে উঠে
পাকিস্তানের রক্ত ঝরা দানব।
দিন রাত সূর্যের কিরণ
মাস গেলো কয়েক বছর,
কারাগারে বন্দি আমার জীবন
এখান থেকেই গড়বো স্বাধীন প্রাণ।

বীরত্ব

(বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামান আরজু কে)

মুক্তিযোদ্ধের কৃতিত্ব
চাঁদের মতই বীরত্ব!
জোছনা রাতে চাঁদের আলো
দেখতে ছিল খুবই ভালো!
মুক্তিযোদ্ধের বীরত্ব দেখে
আমার মনটা কেঁপে ওঠে!
তাই তো ছিলাম তাদের সাথে
জগত কুড়ায় চসে ঘুরে!
গানের সুরে তাদের আমি
মাতিয়ে রাখতাম রাত্রি ভরে!
পাকি বাহিনীর গুলি খেয়ে
লতিফ; মফিজ লুটিয়ে পড়ে!
সেখান থেকে সরে এসে
গাবসারায় ঢুকে পরে!
সেখানে ছিল ছাত্র নেতা
ইনছান; গনি নামটি ধরে!
ইনছান; গনি মিলে এসে
আহতদের সেবা করে!
গোবিন্দাসী গাবসারা
ঘুরচ্ছি আমরা মুক্ত হয়ে!
কমান্ডার আরজু সাহেব
কমন করে চাঁদকে ধরে!
টুআইসি চাঁদ মিঞা
চাঁদের মতই গর্জে উঠে!

রচনাকাল: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

কমান্ডার হাকিমের বীরত্ব

জামালপুর পিকনা সরিষাবাড়ি
মেদুর ছিল গ্রামের বাড়ি
১৯৪৭ সালে জন্ম নিলো
বাপ দাদার গ্রামের বাড়ি।
দাদায় তখন শখ করে
হুকায় দিল টান
টান দিয়ে চিন্তা করে
আব্দুল হাকিম নাম দিয়ে যান।।
আসতে আসতে উঠল বেড়ে
স্কুলেতে দিল পড়তে
লেখাপড়ায় ছিল ভাল
খেলা ধুলায় নাম লিখাতে।
অসাধারণ শক্তি ছিলো
পাকিস্তান আর্মিতে যোগ দিল
বগুড়া ছিল ক্যান্টোলম্যেন্ট
ভর্তি করে বাপে দিল।
১৯৭১ সাল রেসকোর্স ময়দান ৭মার্চ
বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার দিলেন ডাক
সেই ডাকে আমি উদ্বুদ্ধ হয়ে
বীরের মত দিলাম হাক।
পাকিস্তান আর্মি থেকে পালিয়ে
এলাম গ্রামের বাড়ি
কোথায় আছে তরুণ যুবক
খুঁজি তারা তারি।
খুজতে খুঁজতে জরো করি
প্রায় পঞ্চাশ জন
বাঁশের লাঠি দিয়ে আমি
ট্রেনিং করাই একজন একজন।
দিন দুয়েক ট্রেনিং শেষে
কোম্পানির কমান্ডার হলাম

সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হলো
ভারি অস্ত্র দিয়ে আমরা
ট্রেনিং নিব ভারত থেকে
মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং চলছে
আসাম রাজ্যে তুরার পাহাড়ে মেঘালয়ে
ট্রেনিং করতে আমরা সবাই
দ্রুত চলে গেলাম।।
তিন সপ্তাহ ট্রেনিং নিলাম
তুরার পাহাড়ে
যুদ্ধ করতে এলাম আমরা
পাকি সেনাদের তরে
এসেই আমরা যোগ দিলাম
কাদেরিয়া বাহিনীর সাথে।।
যোগ দিয়ে স্যারের নির্দেশে
ক্যাম্প করি বয়ড়ার চর
সরিষাবাড়িতে।।
সেখান থেকে আমরা সবাই
যুদ্ধে ছিলাম রত
স্যারের নির্দেশে ছাব্বিশার যুদ্ধে
যোগ দিতে আমরা হলাম ব্রত।।
ছাব্বিশার যুদ্ধে হাকিম স্যারের নির্দেশে
যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো
হাকিম কোম্পানির প্লাটুন কমান্ডার
আবু তালেব খানের লক্ষ্য ছিলো
সাথে ছিল বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ জিয়া
নিরঞ্জন ভৌমিকের সিগনাল নিয়া
আরও অনেক মুক্তিযোদ্ধা গণ
পাকিবাহিনীকে লক্ষ্য করে
ব্রাশ ফায়ার করে আবু তালেব খাঁন
পাকিবাহিনী দলকে করে খান খান।
যুদ্ধ শেষে আমরা সবাই
ঘাইজামী নিকলা গ্রামে চলে যাই

নিরাপদ আশ্রয় নেই
নিকলা গ্রামেও নিরাপদ নাই
আটত্রিশ জন নিরীহ লোককে
গুলিতে হত্যা নিরস্ত্র মানুষজন।
হত্যা করে হলেন না তারা খ্যান্ত
সমস্ত গ্রাম জ্বালানো আগুনে
ছারখার করে হলে তবেই শান্ত।

কৃতিত্ব
(বীরমুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ জিয়াউল হককে)

শৈশবকিশোর বয়সে ছিলো
নাদুস নুদুস শরীর গঠন
দূরন্তপনা খেলা ধূলায় কাটতো দিনগুলো
জিয়াউল হকের দুর্দান্ত জিদ দেখে
গর্জে উঠতো সবাই মিলে!
যখন যা ভাবতো মনে
সবাই মানতো তা একমনে!
মা-বাবার আদর্শে গড়া
ছোট্ট বেলায় বলতো ওরা!
লেখাপড়ার পাশে ছিল
নেতাগীরিতেও ছিল ভালো!
স্কুল কলেজ থেকে পেরিয়ে
মুক্তিযুদ্ধ এলো এগিয়ে!
তাইতো সে ঝাঁপিয়ে পড়লো
মুক্তিযুদ্ধের শপথ নিল!
হাবিব ছিল কোম্পানি কমান্ডার
সে ছিল সহকারী কমান্ডার!
যমুনা নদীর পাশ দিয়ে
ঘুরতো সবাই মিলেমিশে!
হঠাৎ সে দেখতে পেলো
হানাদার বাহিনীর জাহাজগুলো!
পরিকল্পনা করলো মিলে সহযোদ্ধারা
কী কৌশলে শত্রুদের যায় ধ্বংস করা!
মাথায় পড়লো বুদ্ধিধরা
চারিদিকে ছড়িয়ে নিল পজিশন
মুক্তি বাহিনীর বেশ আগমন!
সে ছিল খুব জেদি
যেমন শরীর তেমন সাহস!
তাইতো সে রেগে গিয়ে

এলএমজি দিয়ে ফায়ার করে!
ফায়ার করে মারলো ছুড়ে
হানাদার বাহিনী কে লক্ষ্য করে!
হানাদার বাহিনী গুলি খেয়ে
ভাগলো বেগে জাহাজ ছেড়ে !
সাহস করে এগিয়ে গেলো
জাহাজের উপরে উঠলো সে!
জাহাজ ছিল রসদে ভরা.
খালাস করে নিলো ওরা !
তার মতো সাহসী পোলা
মুক্তিবাহিনীতে যায় নাকো ভোলা!
তাদের জন্যই পেলাম স্বাধীনতার আলো
বাঙালিরা তৃপ্তির জীবন গড়লো!
রক্তস্রোতে অর্জিত লাল সবুজ পতাকা
বাঙালির হৃদয়ে যুদ্ধ চেতনা ধাঁরা থাকুক আঁকাঁ!

রচনাকাল: ২২.০৪.১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

২৭নং হিরো কোম্পানির অবদান

১১নং সেক্টরের প্রধান
কর্নেল আবু তাহেরের অবদান
১১নং সেক্টরের কোম্পানি
২৭নং হিরো কোম্পানি।
২৭নং হিরো কোম্পানির কমান্ডার
খন্দকার ফেরদৌস আলম রঞ্জু
টু আই সি মির্জা মোহাম্মদ এছ্হাক
সিগনালে ছিল নিরঞ্জন ভৌমিক।
দক্ষ ছিল সে সার্বিক
যেমন ছিল সে গানে
দেশাত্মবোধকে প্রাণ টানে
উত্তপ্ত করে রাখতো মুক্তিযোদ্ধার প্রাণে।
২৭নং হিরো কোম্পানির ক্যাম্প
ছিল চুকাই নগর অর্জুনা
সিগনাল ম্যানে নিয়ে এলো খবর
যুদ্ধ হবে পাকিবাহিনীর সাথে জব্বর।
যুদ্ধ হবে মির্জাপুর
যাইতে হবে বহুদূর
বাঁশিতে হুইসেল দিল মাঠে
সবাই চলে ডাটে পাটে।
মির্জাপুরে আসে বহুরিয়া
সারা রাত কাটে বসিয়া
হঠাৎ আনুমানিক ১২টা বাজে
সেন্ট্রি এসে পরে কাছে।
ছিলাম আমি সজাগ
সেন্ট্রিকে বললাম কি চাস
সেন্ট্রি বলে লোক আসচ্ছে বালিয়া থেকে
দেখা করবে কমান্ডার স্যারের সাথে।
যুদ্ধ হবে বালিয়া ধামরাই
রাজিও হলাম আমরাই

রওনা হলাম সবাই হেঁটে
যুদ্ধ হবে বালিয়া জমিদার বাড়ির গেটে।
যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিল মির্জা মো. এছ্হাক
বীরের মত দিলেন হাক
মর্টার শেল নিক্ষেপ করে
পাকবাহিনী ৯জন মরে।
৮জন করে সারেন্ডার
সবাইকে দিলাম কারাগার
জয় বাংলায় মুখরিত হয় বালিয়া
জয় বাংলার পতাকা তুলিয়া।

কৃতিত্ব
(যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা লতিফ খানকে)

১১ নম্বর সেক্টরের প্রধান
মেজর তাহেরের অবদান!
তাহেরের কোম্পানি ছিল রকেট
চলতো রকেটের বেগে!
রকেট কোম্পানির কমান্ডার
আসাদুজ্জামান আরজু!
আরজু সাহেব কমন করে
সহকারী কমান্ডার চাঁদকে ধরে!
চাঁদ মিয়া তখন থেকেই
চাঁদের মত গর্জে উঠে!
সাথে অনেক যোদ্ধা ছিল
বীরের মতই দেখতে ছিল!
ভারত থেকে আসার সময়
ধানুয়া কামালপুর যুদ্ধ হয়!
সেই যুদ্ধে লতিফ খান
বীরের মতই এগিয়ে যান!
এগিয়ে গিয়ে এলএমজি দিয়ে
পাকি বাহিনীরে হত্যা করে!
সেখান থেকে সরে এসে
নলিন বাজারে আস্তানা করে!
সেই খানে আমার সাথে
দেখা হলো তাদের সাথে!
তাদের সাথে ঘুরতাম দিনে
জগতপুড়া সাখারিয়া গাবসারাতে!
রাত্রি হলে সবাই মিলে
বসে ছিলাম গানের সুরে!
আমার তবলার তালে তালে
দেশাত্মবোধক গান করে!
গোবিন্দাসি গাবসারা হেমনগর আস্তানা

গোপালপুরের সাইলা জানি!
পুল ভাঙ্গার পরিকল্পনা করি
পুল ভাঙ্গে আমরা জানি।
পুল ভাঙ্গে লতিফ খান
ভেঙে করে খান খান!
সেখানে অনেক পাক বাহিনী
গুলি খেয়ে মারলো টান!
পাক বাহিনী গুলি করে
লতিফ খান কে লক্ষ্য করে!
লতিফ খান গুলি খেয়ে
লুটিয়ে পড়ে মাটির পরে!
আমরা সবাই উদ্ধার করে
আশ্রয় নিলাম গাবসারাতে!
সেখানে ছিল ইনছান মিয়া
দৌড়ে এসে সেবা করে!
পরবর্তী চিকিৎসা করে
সরকারি ডাক্তার মজিদ এসে!
লতিফ খাঁর বীরত্ব দেখে
গোপালপুর বাসী নেচে উঠে উল্লাসে।
তারিখ: ৫.১২.১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ

টুকুর কৃতিত্ব

সৈয়দ মাসুদুল হক টুকু
কথা বলতো একটু একটু
কথায় ছিল বড় মাইর
সাহস ছিল জমের বাইর।
ছাত্র নেতা ছিলেন তিনি
জামুর্কী স্কুল মাঠে
মিটিং মিছিল যত ছিল
করে পথে ঘাটে।
১৯৬৯ সাল আওয়ামী লীগের
আন্দোলন করে জোরদার
এলো ১৯৭০ সাল আওয়ামী লীগের
নির্বাচনের চালায় প্রচার।
নির্বাচনে জয় হলো নিরংঙ্কুশ
আনন্দে মেতে উঠলো
বিজয়ে বাংলার মানুষ
সেই সাথে টুকুও মেতে উঠলো।
কিন্তু পাকিস্তানি শোষক
চক্রান্ত করলো বাঙালির উপর
ক্ষমতার লোভে স্টৈরয়েডের
নির্যাতন বাঙ্গালীর উপর।
শেখ মুজিব ডাক দিলেন স্বাধীনতা
বাংলার মানুষ হলেন একতা
টুকুও গড়ে তুললো মুজিবের ডাকে
একত্রিত করলো ছাত্র জনতাকে।
ছাত্র জনতাকে নিয়ে গড়লো দূর্গ
হাতিয়ার ছাড়া হবে যুদ্ধ
গ্রামে গ্রামে গড়েতুলবে খর্গ
শুধু বাঁশের লাঠি হবে ক্রুদ্ধ।
তাই নিয়ে করলো আক্রমণ
টুকু বললেন শত্রু হবে দমন

আর থাকবো না পরাধীন
বাংলা করবো স্বাধীন
টুকুর কৃতিত্বের কথা
বাঙালির অন্তরে রয়েছে গাঁথা।

সাইফুল ইসলাম তোতার কৃতিত্ব

সাইফুল ইসলাম তোতা
জন্ম নিল বুধবারে
ভুঞাপুর থানায় খুপিবাড়ি
বাপ-দাদার ঘরে।
জন্ম নিয়েই তাকিয়ে দেখে
বাংলা দেশের দৃশ্য
পাক সেনারা লুটে খাচ্ছে
বাংলা দেশের শষ্য।
ছোট বেলার চিন্তা গুলো
আছে আছে বারে
বড় হয়ে ঝাপিয়ে পড়ে
পাক সেনাদের তরে।
সুযোগ পেয়ে একাত্তরে
ঘুনাপাড়ার যুদ্ধ রংঙ্গে
অংশ নিল বীরের মত
পাক সেনাদের সঙ্গে।
যুদ্ধ করতে যেয়ে সে
কুল-কিনারা না পেয়ে
প্রাণে বাঁচার জন্য সে
ঝাঁপ দিল পানার ছুপ পেয়ে।
পানার ছুপে পানির মধ্যে
সারা রাত ডুবে
নিশ্বাস নিতে একটু একটু
নাকটা জেগে উঠবে।
বহু কষ্টে রাত পোহালে
দেখে আনা ঘুনা
হাত জাগিয়ে বলছে তাই
প্রাণে বাঁচাও টুনা।
তাড়াতাড়ি গিয়ে টুনা
টেনে উঠায় পারে

উঠিয়ে দেখে সারা শরীর
মাছে ঠুকর পারে।
তবুও সে পিছপা হয়না
সুস্থ হয়ে আবার ঝাপিয়ে পড়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করে
বাংলা স্বাধীন করে।

রচনা কাল: ১২, ১, ২০২২

আশরাফ উজ জামান এর বীরত্ব

কাদেরিয়া বাহিনীর হাতে
বজ্র কোম্পানির সাথে
থানা বাসাইল গ্রাম মটরা
জন্ম ২৫শে জানুয়ারি ১৯৫২
বাবা ছিল ওয়াজেদ অলি
মা-রহিমা ওয়াজেদ খালি।
শখ করে নাম দিল বাবায়
মো. আশরাফ উজ জামান
সবাই তাকে এক বাক্যে চিনে
রাখবে সে মা-বাবার সম্মান।
কোম্পানি কমান্ডার ছিল বায়জীদ
বাজপাখির মত উড়তো
মানতো না কোনো হার জিৎ
প্লাটুন কমান্ডার হুমায়ুন
বাড়ি ছিল তার কাশিল
বীরের মত চলতো হুমায়ুন।
৩রা এপ্রিল প্রতিরোধ যুদ্ধে
পাকুল্লায় সাটিয়াচরায় প্রতিরোধে
আশরাফ উজ জামান এগিয়ে যান
নিরঞ্জন ভৌমিককে সাথে পান।
গোড়ান সাটিয়াচরায় প্রতিরোধ না করতে পেরে
প্রতিরোধ গড়ে নাটিয়াপাড়া ব্রিজ পারে
সেখান থেকেও পিছু হটে
আসে লাংগুলিয়া নদীর ঘাটে।
বিশ শে নভেম্বর নাটিয়াপাড়ার ব্রিজ ভাঙে
ব্রিজ ভাঙতে এগিয়ে যান
আশরাফ উজ জামান ভাঙতে চান
ব্রিজ ভেঙে করে খান খান।
ব্রিজ ভেঙে আটক করে
রাজাকার ৩৯ জন ধরে
নিয়ে যায় দেলদুয়ারে

ঘটু খন্দকারের বাড়ি
অস্ত্র ছিল কারি কারি
খবর পেয়ে ছুটে আসে
বঙ্গবীর নিজে এসে
দেখে সবকিছু
যুদ্ধে রাজাকার মরে
সবকিছু বিচার করে
মাটির নিচে পুতে রাখ বললো তারে
দায়িত্ব দিলেন আশরাফ-উজ জামানকে
আশরাফ-উজ জামান নিয়ে যায়
নাহালি মীর কুমুল্লি শ্মশান ঘাটে যায়
শ্মশান ঘাটে ছিল একটি মঠ
মাটি খুড়ে তারা পট পট
পুতে রাখে তারা সাত জন
এক মাটির খাদে করে বিসর্জন
সেই থেকে জামানের কৃর্তিত্ব
জনতা ভালোবাসে তত।
রচনাকাল: ২৬.১০.২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনে
জন্মভূমি
বঙ্গবন্ধু আয় ফিরে আয়
আবার যদি পেতাম তোমায়
ছেলে হারা মা
৭মার্চ
মুজিব আর্দশ
ভাসানীর শ্লোগান
বিজয়
বিদ্রোহী কবি
কবিগুরুর স্মরণে
স্বাধীন বাংলা
টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু
পদ্মা সেতু ❒

❒
❒ শোকের মাসে
❒ স্বাধীনতা তুমি
❒ মৃত্যুঞ্জয়
❒ মৃত্যুঞ্জয়
❒ একুশে ফেব্রুয়ারি
❒ কান্না
❒ রক্ত ঝরা ৫২ সাল
৭১ তুমি
❒ আদর্শ
❒ পতাকা
❒ লাল সূর্য
❒ স্বাধীনতার ডাক
❒ শহিদের রক্ত
❒ বিজয়
❒ বাঘা সিদ্দিকী
❒ ২১ শে ফেব্রুয়ারি

পাখি
পল্লী মা
বাবা-মা
সম্মান
সৃষ্টি
আকাঙ্ক্ষা
গ্রামবাংলা
স্মৃতির পাতায়
টুনাটুনির গল্প
ছেলেহারা মা
জওয়ান
বিজয়কেতন
শোরগোল
সত্তার অর্জন

❒ বীর সৈনিক
❒ জয় বাংলা শ্লোগান
❒ জননেতা ফজলুর রহমান খান ফারুকের
❒ একুশে পদক প্রাপ্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য
❒ সহযোদ্ধা
❒ জাহাজমারা দূরন্ত বিজয়
❒ কারাগার
❒ বীরত্ব
❒ কমান্ডার হাকিমের বীরত্ব
❒ কৃতিত্ব
❒ ২৭নং হিরো কোম্পানির অবদান
❒ কৃতিত্ব
❒ টুকুর কৃতিত্ব
❒ সাইফুল ইসলাম তোতার কৃতিত্ব
❒ আশরাফ উজ জামান এর বীরত্ব